রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৩ সনের ২২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১, ২০২৩

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩২৫—৩৪০
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৯৭—৬৩৯
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৮৯—৫৯২
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

আদেশ

তারিখ : ০৭ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৩

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৮.২০-৪৩**—যেহেতু, জনাব অমিত কুমার দাশ, নির্বাচন অফিসার, জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সদর, কুষ্টিয়া) এর বিরুদ্ধে স্মারক নং-১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৮.২০-২৫, তারিখ: ২৬ জানুয়ারি ২০২১ মূলে বিভাগীয় মামলা নং ০৫/২০২১ রুজু করা হয়। উক্ত মামলায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ২(১)(ঘ) অনুযায়ী স্মারক নং-১৭.০০.০০০০.০৮৩. ২৭. ০২৮.২০-১৫৯, তারিখ ঃ ১৩ এপ্রিল ২০২২ মূলে তার বেতন পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপ" ২৯,০০০/-(উনত্রিশ হাজার) টাকায় অবনমিতকরণ সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, জনাব অমিত কুমার দাশ, নির্বাচন অফিসার, জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সদর, কুষ্টিয়া) উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ মওকুফ করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ০১/১২/২০২২ তারিখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর আপিল আবেদন করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ হয়ে তার আপিল আবেদন বিবেচনা করে তাকে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ বাতিল পূর্বক অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতির আদেশ প্রদান করেন;

০৩। সেহেতু, জনাব অমিত কুমার দাশ, নির্বাচন অফিসার, জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সদর, কুষ্টিয়া)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(১)(ঘ) অনুযায়ী তার বেতন পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপ" ২৯,০০০/- (উনত্রিশ হাজার) টাকায় অবনমিতকরণ করার লঘুদণ্ড বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

০৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

মোস্তাফিজুর রহমান, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ব্রেনজন চাম্বুগং, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

[একই তারিখ ও নম্বরে প্রতিস্থাপিত]

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ ফাল্গুন, ১৪২৯/১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

নং **০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.২০ (বি. মা).৫৫**—যেহেতু, জনাব মোছা: খালেদা খাতুন রেখা (পরিচিতি নং-১৭০৬৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), দক্ষিণ সুরমা, সিলেট অতিরিক্ত দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিলেট সদর, সিলেট হিসেবে কর্মকালে সিলেট জেলার সদর উপজেলাধীন ৭৫ নম্বর জেএলস্থিত লাক্কাতুরা টি গার্ডেন মৌজার ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৮৪, ৯৮৬, ৯৮৭ ও ৯৮৮ নম্বর দাগসমূহে সর্বমোট ২৬.১৩ একর "লাক্কাতুরা চা বাগান" এর জমি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে জনাব মোঃ শামছুজ্জামান চৌধুরী ও সৈয়দ আব্দুল হামিদের নামে নামজারি সম্পন্ন করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয় গত ১২.০৩.২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.২০.১৪৭ নং পত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৬.০৬.২০২০ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ২৫.০৮.২০২০ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় গত ০৬.০৯.২০২০ তারিখে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭ (২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ০২.০৬.২০২২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে সুস্পষ্ট মতামত না থাকায় সুস্পষ্ট মতামত সহ পুন:তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয় ;এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৪.১২.২০২২ তারিখে পুন:তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, জনাব মোছা: খালেদা খাতুন রেখা (পরিচিতি নং-১৭০৬৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), দক্ষিণ সুরমা, সিলেট অতিরিক্ত দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিলেট সদর, সিলেট এবং বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, যশোর মিস কেস নং ৬৫/২০১৮ নিষ্পত্তিতে লাক্কাতুরা চা বাগান কর্তৃপক্ষকে নোটিশ বা শুনানি ছাড়া একতরফাভাবে চূড়ান্ত আদেশ প্রদানে প্রক্রিয়াগত ভুল ও কর্তব্যে অবহেলা করেছেন, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" মর্মে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

০৫। যেহেতু, ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত মূল পত্রটি একটি স্বার্থান্বেষী মহল জাল করে একই স্মারক ও তারিখ ব্যবহার করে আরেকটি পত্র তৈরী করে এবং সেই পত্রটি জেলা প্রশাসন থেকে কোন প্রকার যাচাই না করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট প্রেরণ করা হয়; সহকারী কমিশনার (ভূমি) শুনানির নোটিশ না দিয়ে নামজারি নিষ্পত্তি করেন এবং পরবর্তীতে নামজারির আপিল মামলা নম্বর ৩৭/২০১৮ উদ্ভূত হলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শুনানিঅন্তে বিবিধ মামলা নং-৬৫/২০১৮ এর আদেশ রদ-রহিত করায় নালিশী ভূমি পুনরায় চা বাগানের মূল খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়;

৬। সেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, ব্যক্তিগত শুনানি, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পুন:তদন্ত প্রতিবেদন এবং নথি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনায় জনাব মোছা: খালেদা খাতুন রেখা (পরিচিতি নং- ১৭০৬৪) এর বিরুদ্ধে লাক্কাতুরা চা বাগান কর্তৃপক্ষকে নোটিশ বা শুনানি ছাড়া একতরফাভাবে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় জনাব মোছা: খালেদা খাতুন রেখা (পরিচিতি নং ১৭০৬৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), দক্ষিণ সুরমা, সিলেট অতিরিক্ত দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিলেট সদর, সিলেট এবং বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, যশোরকে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের প্রকৃতি, গুরুত্ব ও চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪ (২) (ক) বিধি অনুযায়ী তাঁকে "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

বিধি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ মাঘ ১৪২৯/১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০১৬.২০.৩৯—বেতন গ্রেড ১৩-২০ পর্যন্ত পদে সরকারি কর্মচারী নিয়োগের কর্তৃপক্ষ ও পদ্ধতি নির্ধারণসংক্রান্ত প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে জারীকৃত ৩৪ নং প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ (খ), ক্রমিক নং-৩ নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো:

(৩) কমিটি ৩১ মে ২০২৩ তারিখের মধ্যে সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ ফরিদুর রহমান
উপসচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১০ ফাল্গুন, ১৪২৯ /২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৮.১৭-৪৭**—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-২৭) এর অনুচ্ছেদ ৭(১)(গ) অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (বর্তমানে পিআরএল ভোগরত) জনাব মোঃ হামিদুর রহমান-এর পরিবর্তে উক্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন (৬৩০৫)-কে পরিচালক হিসেবে ২(দুই) বছরের জন্য (বর্তমান পদে কর্মরত থাকা সাপেক্ষে) পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এর পরিচালনা পর্ষদে জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন-এর পরিচালক হিসেবে যোগদানের তারিখ আবশ্যিকভাবে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

তারিখ: ৭ ফাল্গুন, ১৪২৯/২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৮.১৭-৪৪**—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-২৭) এর অনুচ্ছেদ ৭ ও ৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, মহাপরিচালক, কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা-কে তাঁর পিআরএল গমনের তারিখ পর্যন্ত পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ১৪ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : মতলব ফেলোশিপ চার্চ, চাঁদপুর এ ALL-ONE-IN-CHRIST CHURCH FELLOWSHIP সম্প্রদায়ের ম্যারিজ রেজিস্ট্রেশনের জন্য খ্রিষ্টান ম্যারিজ রেজিস্ট্রার নিয়োগ প্রসঙ্গে।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৩৮.৯৪(১/১)-৮৩—The Christian Marriage Act, 1872 এর Section-7 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আপনাকে (জনাব শিব নাথ বাড়ৈ, জন্ম তারিখ : ০৪-০৩-১৯৫৯ খ্রি., পিতা: মৃত মনোরঞ্জন বাড়ৈ, মাতা : বিচিত্রা সুন্দরী বাড়ৈ, হাউজ : ৫১৭, গ্রাম : কলাদী, ডাকঘর : মতলব, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর।) মতলব ফেলোশিপ চার্চ, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর এর অধীন ALL-ONE-IN-CHRIS CHURCH FELLOWSHIP সম্প্রদায়ের ম্যারিজ রেজিস্ট্রেশনের জন্য লাইসেন্স প্রদান করলো।

২। এই আইন ও এর অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হবে।

৩। সরকার কর্তৃক বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যেকোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

তারিখ : ১৫ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : **গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভাটি 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় উক্ত পৌরসভায় কর্মরত নিকাহ্ রেজিস্ট্রারদের গণ্যকরণ প্রসঙ্গে।**

নং বিচার ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.১৬৭.৭৬-৮৭—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সাব-রেজিস্ট্রার, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ গত ২৪-০৮-২০২২ খ্রি. তারিখের ২৪৫ নং স্মারকমূলে প্রেরিত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার ০৮ নং ঘাঘর ইউনিয়নটি বিলুপ্ত হয়ে কোটালীপাড়া পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং সাবেক ০৮ নং ঘাঘর ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ শাহ আলম মিয়া ০৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁকে ০৪ ও ০৫ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে এবং নিকাহ রেজিস্ট্রার মাসুম বিল্লাহ উক্ত পৌরসভার ০১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁকে ০১ ও ০৮ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্য করা হলো।

তারিখ : ১৩ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৪.০১-৭৯**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব তৌহিদুর রহমান, জন্ম তারিখ: ২০/০৮/২০০০ খ্রি., পিতা: জোবায়ের আলম, মাতা: শিরিনা আক্তার বানু, গ্রাম: শ্রীউলা, ওয়ার্ড নং-০১, ডাকঘর: শ্রীউলা, উপজেলা: আশাশুনি, জেলা: সাতক্ষীরা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাতক্ষীরা জেলার

আশাশুনি উপজেলার ০৭ নং শ্রীউলা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে:

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ০৬ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.১৬৭.৭৬(১)-৭৩**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ হেলাল, জন্ম তারিখ: ২০/০২/১৯৮৬ খ্রি., পিতা: মোঃ সেকান্দার আলী, মাতা: আম্বিয়া বেগম, গ্রাম: কাচারী ভিটা, ওয়ার্ড নং-০৬, ডাকঘর: মাচারতারা, উপজেলা : কোটালীপাড়া, জেলা : গোপালগঞ্জ।) এই আইন ও উহার প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার ১২ নং কান্দি ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সিএ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ মাঘ ১৪২৯/১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

নং **৩০.০০.০০০০.০২৬.১৮.০০৩.২১.৫৪**—বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)-এর প্রস্তাবনা এবং অর্থ বিভাগের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে Height Clearance Management System শীর্ষক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহের Obstacle Limitation Surface (OLS)-এর মধ্যে কোন স্থাপনা নির্মাণে ইচ্ছুক ভূমির মালিক/সংস্থা কর্তৃক নির্মিতব্য স্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাপ্য সর্বোচ্চ উচ্চতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রাপ্তি এবং চূড়ান্ত ছাড়পত্র প্রাপ্তি বিষয়ক পরিষেবার ফি/চার্জ নিম্নরূপে নির্ধারিত হলো :

ক্রঃ নং	পরিষেবার নাম	পরিষেবার ফি (টাকা)
০১.	প্রাথমিক ধারণা প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রতিটি আবেদনের ফি/চার্জ	১০০০/- (এক হাজার টাকা) মাত্র
০২.	চূড়ান্ত ছাড়পত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রতিটি আবেদনের ফি/চার্জ	৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) মাত্র

০২। Obstacle Limitation Surface (OLS) এর মধ্যে কোন স্থাপনা নির্মাণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান Height Clearance Management System শীর্ষক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্য ইনপুট দেওয়ার পর প্রাপ্য সর্বোচ্চ উচ্চতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রাপ্তি অথবা চূড়ান্ত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদন দাখিল করার পূর্বেই Payment Gateway এর মাধ্যমে বর্ণিত পরিষেবা ফি/চার্জ জমা প্রদান করবেন, যা a2i ekpay এর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কুর্মিটোলা, ঢাকা শাখায় বেবিচকের সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আয়ের হিসাবে জমা হবে।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আহমেদ জামিল
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলি

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.

নং **আর-৬/৭এন-০৮/২০২৩-১৫১**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে জয়পুরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির

সদস্য এডভোকেট জনাব মোঃ খলিলুর রহমান মন্ডল, পিতা-মৃত মোঃ আজিম উদ্দিন মন্ডল-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :-

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-০৬/২০২৩-১৫০**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এডভোকেট জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম, পিতা-মৃত আবু বকর সিদ্দিক-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-১১/২০২৩-১৫২**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এডভোকেট জনাব বদরুজ্জামান, পিতা-মৃত আব্দুর রহিম হাওলাদার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল :

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৭ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.২৭.০০৪.২০-৮২**—যেহেতু, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা সাব রেজিস্ট্রি অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার (সংযুক্ত কর্মকর্তা, জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা) জনাব মোঃ মামুন বাবর এর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা এবং প্রায়শঃ অফিসে দেরিতে আসার কারণে চরম জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ৩১-১২-২০২০ খ্রি. তারিখে সরেজমিনে তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ২১-০১-২০২১ খ্রি. তারিখের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, তিনি নিয়মিত অফিসে আসেন না বরং প্রায়ই অফিসে অনুপস্থিত থাকেন। উপরোন্ত যেদিন অফিসে আসেন সেদিন সময়মত অফিসে বসেন না; একারণে সেবা প্রত্যাশি জনগণের চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০১/২০২১ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করত: কেন তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মামুন বাবর ২০-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করলে গত ১৪-০৯-২০২১ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং শুনানীতে প্রদত্ত তাঁর মৌখিক বক্তব্য ও লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক গত ২৩-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে অনুপস্থিতসহ সময়মত অফিসে না এবং এতে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির বিষয়ে গঠিত অভিযোগটি সঠিক এবং উপস্থিত সাক্ষীদের জবান বন্দীতে প্রদত্ত বক্তব্যে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) বা বিধিতে বর্ণিত কোনো দণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মামুন বাবর গত ২০-০৭-২০২২ খ্রি. তারিখে দাখিলকৃত কারণ দর্শানোর নোটিশে সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতে না পারায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার বিধি ৪ এর (২)(ঘ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার (সংযুক্ত কর্মকর্তা, জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা) জনাব মোঃ মামুন বাবর এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০১/২০২১ নং বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪ এর (২)(ঘ) মোতাবেক তাঁকে 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' দণ্ড প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.২৭.০০২.২০ (অংশ)-৯৬**—যেহেতু, মানিকগঞ্জ জেলার জেলা-রেজিস্ট্রার (সাময়িক বরখাস্ত) জনাব গোলাম মাহাবুব (সাবেক জেলা রেজিস্ট্রার, রাজবাড়ী) এর বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা-পয়সা লেনদেন এর অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা-পয়সা লেনদেন এর অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী 'দুর্নীতি'এর অভিযোগে ০৩/২০২০ নং বিভাগীয় মামলা দায়েরসহ এ বিভাগের গত ২৭-১২-২০২০ খ্রি. তারিখের ২৪০ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারির মাধ্যমে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০৭-০২-২০২২ খ্রি. তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করলে গত ২০-০৭-২০২২ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং শুনানীতে প্রদত্ত তাঁর মৌখিক বক্তব্য ও লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ার ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা ও উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ১৭-১১-২০২২ খ্রি. তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ঘ) ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৭(৮) অনুযায়ী উক্ত ০৩/২০২০ নং বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, মানিকগঞ্জ জেলার জেলা রেজিস্ট্রার (সাময়িক বরখাস্তকৃত) জনাব গোলাম মাহাবুব (সাবেক জেলা রেজিস্ট্রার, রাজবাড়ী)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৭(৮) অনুযায়ী ০৩/২০২০ নং বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ১৪ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

বিষয় : ঢাকা ফেলোশিপ চার্চ, ঢাকা এ ALL-ONE-IN CHRIST CHURCH FELLOWSHIP সম্প্রদায়ের ম্যারিজ রেজিস্ট্রেশনের জন্য খ্রিস্টান ম্যারিজ রেজিস্ট্রার নিয়োগ প্রসঙ্গে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৩৮.৯৪(১/১)-৮১**—The Christian Marriage Act, 1872 এর Section-7 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আপনাকে ঢাকা ফেলোশিপ চার্চ, ঢাকা এর অধীন ALL-ONE-IN CHRIST CHURCH FELLOWSHIP সম্প্রদায়ের ম্যারিজ রেজিস্ট্রেশনের জন্য লাইসেন্স প্রদান করলো।

২। এই আইন ও এর অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হবে।

৩। সরকার কর্তৃক বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

বিষয় : নাঘিরপাড় ফেলোশিপ চার্চ, বরিশাল এ ALL-ONE-IN CHRIST CHURCH FELLOWSHIP **সম্প্রদায়ের ম্যারিজ রেজিস্ট্রেশনের জন্য খ্রিস্টান ম্যারিজ রেজিস্ট্রার নিয়োগ প্রসঙ্গে।**

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৩৮.৯৪(১/১)-৮২**—The Christian Marriage Act, 1872 এর Section-7 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আপনাকে নাঘিরপাড় ফেলোশিপ চার্চ, আগৈলঝাড়া, বরিশাল এর অধীন ALL-ONE-IN CHRIST CHURCH FELLOWSHIP সম্প্রদায়ের ম্যারিজ রেজিস্ট্রেশনের জন্য লাইসেন্স প্রদান করলো।

২। এই আইন ও এর অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হবে।

৩। সরকার কর্তৃক বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাণিজ্য সংগঠন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ ফাল্গুন ১৪২৯/২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

নং **২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০০২.০৫-১০০**—'বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন বিজনেস এসোসিয়েশন' সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন; যার লাইসেন্স নং-২৩/২০০৫, তারিখ: ১৮/০৭/২০০৫;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি লাইসেন্সের বিধি-বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠটি হালনাগাদ কাগজপত্র দাখিল করেনি;

যেহেতু, লাইসেন্স প্রাপ্তির পর হতে বর্তমান পর্যন্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্রাদিসহ সাংগঠনিক কোনো তথ্যাদি দাখিল করেনি বিধায় স্মারক নম্বর ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩,০১৮.২১(২)-৫৯৭, তারিখ: ২৪-১০-২০২২–এর মাধ্যমে বর্ণিত সংগঠনের অনুকূলে প্রদত্ত লাইসেন্স কেন বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ৫ ধারা মোতাবেক বাতিল করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। কারণ দর্শানোর জবাব পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, স্মারক নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০১৮.২১(২);-৬০৬, তারিখ: ২৪-১০-২০২২ এর মাধ্যমে সংগঠনের কোন তথ্য সংরক্ষিত থাকলে তা মতামতসহ প্রেরণের জন্য নিবন্ধক, আরজেএসসি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। আরজেএসসি হতে বর্ণিত সংগঠনের বিষয়ে স্মারক নম্বর ২৬.০৬.০০০০.০০০.৯৯. ০০৩.২১.৪৩, ০৫-১২-২০২২ এর মাধ্যমে নামীয় বাণিজ্য সংগঠটি নিবন্ধন পরবর্তী কোনো রিটার্ন দাখিল করেননি মর্মে মতামত পাওয়া গিয়াছে;

যেহেতু, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন বিজনেস এসাসিয়েশন নামক বাণিজ্য সংগঠনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়;

সেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর ৫ ধারা মোতাবেক "বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন বিজনেস এসোসিয়েশন"–এর অনূকুলে ১৮-০৭-২০০৫ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর-২৩/২০০৫ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

মোঃ হাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৬ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০১ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০১১.২১.৪৯**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যায় যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম:	মৌজার নাম	জে, এল, নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	কাইট	৮১	৯৪৩	কাহালু	বগুড়া
২	মহিপুর	১২৩	১৯৩৬	শেরপুর	বগুড়া
৩	চোমর পাথালিয়া	১৭৮	৪৯৯	শেরপুর	বগুড়া
৪	হাটসেরপুর	৩	১৩১৭	সারিয়াকান্দি	বগুড়া

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১০.১৭.৫০—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রম:	মৌজার নাম	জে.এল.নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	সত্র	০৯	২৮৮১	সিলেট সদর	সিলেট	
২	ফকিরের গাঁও	১০	১৩৯৩	সিলেট সদর	সিলেট	
৩	লালপুর	১২	৭৫৪	সিলেট সদর	সিলেট	
৪	শিবেরখলা	২৩	৪৮০	সিলেট সদর	সিলেট	
৫	বানাগাঁও	২৭	২২০২	সিলেট সদর	সিলেট	
৬	বলাউরা	২৮	২১২২	সিলেট সদর	সিলেট	
৭	আউসা	২৯	৬১৯	সিলেট সদর	সিলেট	
৮	সর্ব্বানন্দ	৫৮	১৯৩৮	সিলেট সদর	সিলেট	মহামান্য হাইকোর্টের ৮৮৪২/২০২২ নম্বর রিট মামলা থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট ৪২২, ৮৩৭, ১৯০৫ ও ১৯৩৯ নম্বর আর এস খতিয়ান ব্যতীত।
০৯	স্বরস্বতী	০৬	৮১৯	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
১০	চন্দন ভাগ	১২	৬৭৩	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
১১	ঘোগা	১৬	২০৮	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
১২	হাতিমনগর দক্ষিণ	৩৩	৪৫৪	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
১৩	বারকোট	৫৪	১৭০০	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
১৪	চন্দরপুর	৫৯	১৮৩০	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
১৫	কানিসাইল	৬৯	১৬৫৪	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
১৬	কোনাগাও	৮৫	৪৮০	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	
১৭	মাজবন্দ	১১০	৯৩৮	জকিগঞ্জ	সিলেট	
১৮	মাইজগাঁও	১০	৪৯২	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার	
১৯	জালালাবাদ	৪৩	৩১৮৭	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার	
২০	হিঙ্গাজিয়া	৪৬	২৪৬৭	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার	
২১	হামুয়ার চর	১২৪	১০২১	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	মহামান্য হাইকোর্টের ১৭৮৫/১৯ নম্বর সিভিল রিভিশন মামলা থাকায় ৯৫৬ নম্বর আরএস খতিয়ান ব্যতীত।
২২	লালচান্দ জোয়ার	০৭	১৪৩৩	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
২৩	বড়কুটা	১৯	৪৭০	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
২৪	গুরামী	২৩	৬২৯	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
২৫	মহিমাউড়া	২৪	৭৫৫	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	

ক্রম:	মৌজার নাম	জে.এল.নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
২৬	ফন্দ্রাইল	৩৪	৮৭০	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
২৭	পাইকুরা	৩৭	৫৩১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
২৮	বালিয়ারী	৪২	৬১৯	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
২৯	শম্ভুপুর	৪৩	৪০৯	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৩০	মারেলওয়ারা	৫৮	২৫৭	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৩১	গনেশপুর	৬২	৩৯৭	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৩২	মারুলউরা চক্	৬৩	৩২৫	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৩৩	দেউলগাঁও	৭২	৩৬৩	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৩৪	কৃষ্ণপুর	৮৪	১৫৪	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৩৫	চান্দপুর টি,জি,	১১০	০৫	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৩৬	দলিয়াবড়	১১২	১৭০	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৩৭	নলুয়া টি,ই,	১২১	০২	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৩৮	সারেরকোনা	১২৯	২৫৩	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৩৯	হরিহরপুর	১৩৫	২৯১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৪০	লালকেয়ার	১৪১	২৯৫	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৪১	আলুনিয়া	১৪৫	৫৯০	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৪২	আছানপুর	১৪৬	২৩৬	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৪৩	বড়াবদা	১৪৭	৬৩০	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৪৪	দুধপাতিল	১৬৫	৬৩৯	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
৪৫	রতনপুর উত্তর	১৯	৪৯৮	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	
৪৬	ঘাসিগাও	০৮	৩৫২৮	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
৪৭	পশ্চিম শ্রীনাথপুর	৯৩	১১৩১	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
৪৮	মাটগাঁও	০২	৭৩৩	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৬.১৭.৫১—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম:	মৌজার নাম	জে.এল.নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	পলিরামদেবপুর	৪০	৯৩	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
০২	কৃষ্ণজীবনপুর	৬২	২৯৩	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
০৩	চক নওদা	১৫৯	১১০	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
০৪	নয়আনী জামিরা	১৭৫	১৯৩	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর

ক্রম:	মৌজার নাম	জে.এল.নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০৫	জিনইর	০৩	২৪০	বিরল	দিনাজপুর
০৬	মাহাতাবপুর	০৪	৪২৪	বিরল	দিনাজপুর
০৭	রামশাপুর	৮৭	৩৬৪	বিরামপুর	দিনাজপুর
০৮	পরিয়ালপুর	১৪	৩৫২	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
০৯	খামার খানপুর	৩৪	১৯০	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১০	চাপাইতোর	৬১	৫৩১	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১১	জিনগাঁও	৯০	২৪২	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১২	ছোট বালিহারা	৯১	১৬৬	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৩	বড়গাঁও	১১৭	২৮৪	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৪	আদরগাঁও	৯৮	২২৬	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৫	মালগাঁও	১০৯	১৫৬	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৬	দৌলতপুর	১২	২২৫	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৭	বেলবাস	১২৪	২২৬	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৮	চাপাইল	৭০	২১৯	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৯	কালেশ্বর সামাঞ্জু	২৯	২৭৪	পঞ্চগড় সদর	পঞ্চগড়
২০	ফতেপুর	৬০	২১৩	বালিয়াডাঙ্গী	ঠাকুরগাঁও
২১	দক্ষিণ দুয়ারী	৬৪	১৪২	বালিয়াডাঙ্গী	ঠাকুরগাঁও

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৯.১৯.৫৩—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম:	মৌজার নাম	জে.এল.নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	ফেনী	৪১	১০০৫	ফেনী সদর	ফেনী	মহামান্য হাইকোর্টে ৪৬৪৫/২০১৮ ও ৪৬৪৬/২০১৮ নম্বর রিট থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট ২২৫, ৩১২, ৩১৩, ৫৪৭,৬৪২ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০১৫.১৫.৪৮—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950 (Act XXVIII of 1951)এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজা স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছেঃ

ক্রম:	মৌজার নাম	জে. এল.নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	নির্মলচর	৩১২	২২৪	গোদাগাড়ি	রাজশাহী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

চিত্রা শিকারী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৮.২১-২১—যেহেতু, জনাব মোঃ ফজলে রব্বে (পরিচিতি নম্বর ০০৫৩৭৯), অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ) সওজ, সিলেট জোন সিলেট প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, 'চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়িয়া পাথরঘাটা সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ' শীর্ষক প্রকল্প, গত ১২- ০৩-২০১৭ তারিখ থেকে ১৪-১২-২০২০ তারিখ পর্যন্ত 'চরখালী-তুষখালী মঠবাড়িয়া-পথরঘাটা সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে 'প্রকল্প পরিচালক' হিসেবে কর্মরত ছিলেন;

এবং

যেহেতু উক্ত প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়নের সময় অপরিহার্য কিছু অঙ্গ/কাজ যেমন, DBS Base Course, রিজিড পেভমেন্ট, RCC ড্রেন নির্মাণ, রক্ষাপ্রদ কাজ, প্যালাসাইডিং, বাঁক প্রশস্তকরণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত না করেই ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন প্রণয়ন করার সাথে তার সংশ্লিষ্টতা ছিল;

এবং

যেহেতু, প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে বেড়িবাঁধের উপর নির্মিত হবে জেনেও ডিপিপি প্রণয়নকালে/ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সময় পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে এ বিষয়ে অনাপত্তি না নিয়ে ত্রুটিপূর্ণ ডিপিপি প্রণয়ন এবং প্রকল্প অনুমোদনের প্রায় ১ বছর পর পাউবো হতে অনাপত্তি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার কাজে তাঁর সংশ্লিষ্টতা ছিল;

এবং

যেহেতু, প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারির পর ইঞ্জিনিয়ার্স ইস্টিমেট অনুমোদন ও টেন্ডার আহ্বানের ক্ষেত্রে গড়ে মোট ০২ (দুই) মাস সময় ব্যয় করেছেন;

এবং

যেহেতু, প্রকল্পটির ০৫টি প্যাকেজের মধ্যে ০৪ টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রকল্প অনুমোদনের প্রায় ০৭ (সাত) মাস বিলম্বে এবং (১) টি প্যাকেজের কার্যাদেশ ১২ (বারো) মাস বিলম্বে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পের সবকটি প্যাকেজের মেয়াদ নির্ধারিত সময় অতিক্রান্তের পর বিলম্বে শুরু করা হয়েছে;

এবং

যেহেতু, প্যাকেজসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধি সত্ত্বেও ৪টি প্যাকেজের গড় ভৌত অগ্রগতি ৯২.৫০% এবং ১টি প্যাকেজের ভৌত অগ্রগতি মাত্র ৩৬% অর্থাৎ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও প্যাকেজ ৫ এর নিম্ন অগ্রগতি(Low Progress) পরিলক্ষিত হয়েছে।

এবং

যেহেতু, তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে প্রকল্পের কাজের ঘনঘন মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রকল্পের ধীর অগ্রগতি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা (Work Plan) অনুযায়ী কর্ম আদায়ের নিমিত্ত তদারকি না করে দায়িত্ব এড়িয়ে চলেছেন;

এবং

যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ চাকুরী শৃঙ্খলার পরিপন্থি এবং অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুয়ায়ী 'অসদাচরণ এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০৩/২০২১) রুজু করা হয়;

এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের কারণে কেন তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে না বা অন্য কোনো শাস্তি প্রদান করা হবে না তার লিখিত জনাব নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কিছু জ্ঞাত করতে চান কি-না বা তার বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

এবং

যেহেতু, তিনি গত ২৮-০৩-২০২১ তারিখে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ০৯-০৯-২০২১ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় অভিযোগটি তদন্তের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের যুগ্মসচিব, জনাব মোঃ আনিসুর রহমান-কে গত ২৭-০২-২০২২ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৫-০৭-২০২২ তারিখে জনাব মোঃ ফজলে রব্বে এবং বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদন পেশ করে;

এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনে উপস্থাপিত প্রাপ্ত অভিযোগ পুনঃতদন্তের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় গত ১৬-১১-২০২২ তারিখে পুনরায় একই তদন্ত কর্মকর্তাকে পুনঃতদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়;

এবং

যেহেতু, পূর্বোক্ত তদন্ত কর্মকর্তা গত ০৫-১২-২০২২ তারিখে পুনঃ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং এতে জনাব মোঃ ফজলে রব্বে এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে;

সেহেতু, এক্ষণে জনাব মোঃ ফজলে রব্বে (পরিচিতি নম্বর ০০৫৩৭৯), অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ, সিলেট জোন সিলেট এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার (নম্বর ০৩/২০২১) দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব।

বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০২০.০০৬.০৩৮.২১(অংশ-১)-১০৪—গত ১৫-১১-২০২২ তারিখ জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৯তম সভায় সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটিতে ব্র্যাকের প্রতিনিধি হিসাবে স্থানীয় ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়কারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী সচিব।

সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ

নং ৩৫.০০.০০০০.০২০.০৮.০২৬.২০-১২১—সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৫৪(১) উপধারা অনুযায়ী সরকার নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করল:

ক্রম:	কমিটির গঠন	মনোনীত কর্মকর্তা/ ব্যক্তিবর্গের পদবি ও ঠিকানা	ট্রাস্টি বোর্ডে অবস্থান
১.	ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান (কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান)।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ।	চেয়ারম্যান
২.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদামর্যাদার একজন কর্মকর্তা।	যুগ্মসচিব (এমআরটি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
৩	জননিরাপত্তা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	যুগ্মসচিব (পুলিশ-২), জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
৪	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
৫.	স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
৬.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত অন্যূন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।	সদস্য
৭.	হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি	ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ৩৪ শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।	সদস্য
৮.	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১ কারওয়ান বাজার (টিসিবি ভবন ৮ম তলা), ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৯.	সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি	খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব , বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ইউনিক হাইটস্, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা,ঢাকা।	সদস্য
১০.	সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহন শ্রমিক সংগঠন বা ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধি	জনাব ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮ রাউজক এভিনিউ, মতিঝিল , ঢাকা।	সদস্য

ক্রম:	কমিটির গঠন	মনোনীত কর্মকর্তা/ ব্যক্তিবর্গের পদবি ও ঠিকানা	ট্রাস্টি বোর্ডে অবস্থান
১১.	সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি	ড. তানিয়া হক, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ওমেন এন্ড জেন্ডার স্ট্যাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১২.	ট্রাস্টি বোর্ডের সচিব [কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অডিট ও আইন)]	পরিচালক (অডিট ও আইন), বিআরটিএ।	সদস্য-সচিব

২। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সচিবের পদনাম পরিবর্তনজনিত কারণে গত ১০-১০-২০২১ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২০.০৮. ০২৬.২০- ৪৭৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন সংশোধন করা হলো।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
নীতি-৪-শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৯ ব./২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

নং ১২.০০.০০০০.০৭৮.৯৯.০০২.২৩-৫২—০৯ জানুয়ারি, ২০২৩/২৫ পৌষ, ১৪২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সোনালী আঁশ পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাজিয়া জামান
উপসচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩খ্রি.

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০০৩.১৮.১১—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ৯(১) ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করা হলো:

(১) বেগম চেমন আরা তৈয়ব, চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা—চেয়ারম্যান।

(২) পরিচালনা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান—সদস্য।

(৩) পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হতে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত চার জন সদস্য—সদস্য।

(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত ৪(চার) জন বিশিষ্ট মহিলা—

(i) পারভীন জামান (কল্পনা), পিতা: অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামান, বাড়ী নং-৩৭, রোড নং-০৪, ব্লক-এফ, বনানী,ঢাকা—সদস্য।

(ii) সাবেরা বেগম, স্বামী: এ কে এম সিরাজুল ইসলাম, এ ১৩, রোজলিন বিসতা, ১০৯ সিদ্দিক বাজার , বংশাল, ঢাকা—সদস্য।

(iii) তাহমিনা সুলতানা (এডভোকেট), স্বামী-ইমতিয়াজ হোসন, শান্তিনগর, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, ঢাকা—সদস্য।

(iv) রোকেয়া জামাল, স্বামী: জামাল মোস্তফা, ১৪/৫ বাইশতেকি, সেকশন-১৩ স্বর্নালী গার্ডেন, রোকেয়া টাওয়ার, মিরপুর, ঢাকা—সদস্য।

(৫) যুগ্মসচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা—সদস্য।

(৬) নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা—সদস্য-সচিব।

০২। চেয়ারম্যান ১৬-০২-২০২৩ ইং তারিখ অথবা যোগদানের তারিখ থেকে দু' বৎসর এবং ক্রমিক নং (৪) এর (i) হতে (iv) পর্যন্ত মনোনীত সদস্যগণ ১৬-০২-২০২৩ তারিখ হতে পরবর্তী দুই বছর স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পাবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

দিলীপ কুমার দেবনাথ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

নং ১৬.০০.০০০০.০২৭.১১.০০১.২৩-২২—হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮ এর ৫নং ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করলেন:

ক্রম নং	নাম ও ঠিকানা	ট্রাস্টি বোর্ডে পদবি
১	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)

ক্রম নং	নাম ও ঠিকানা	ট্রাস্টি বোর্ডে পদবি
২	জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, মাননীয় সংসদ সদস্য, ১০৩ খুলনা-৫	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান
৩	জনাব মনোরঞ্জন শীল গোপাল, মাননীয় সংসদ সদস্য, ৬ দিনাজপুর-১	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান
৪	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	জনাব সুব্রত পাল, পিতা: মৃত বাদল কৃষ্ণ পাল, মাতা : অঞ্জলী রাণী পাল, গ্রাম: হিলচিয়া, উপজেলা: বাজিতপুর, জেলা: কিশোরগঞ্জ।	ভাইস চেয়ারম্যান
৬	অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, পিতা: যতীন্দ্র নাথ সরকার, দিঘীরপাড়, সদর, গোপালগঞ্জ।	সদস্য
৭	জনাব শৈলেন্দ্র নাথ মজুমদার, গ্রাম: নিশ্চিন্তপর, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।	
৮	অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, পিতা: কালাচাঁদ দত্ত, মাতা: কিরণ প্রভা দত্ত, বাসা:৩৫, রোড: ১০এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।	
৯	জনাব পাপ্পু সাহা, পিতা: ধনঞ্জয় কুমার সাহা, গ্রাম: লতিফপুর, ডাকঘর: জমিদারহাট, উপজেলা: বেগমগঞ্জ, জেলা: নোয়াখালী।	
১০	জনাব অমল কান্তি দাশ, পিতা: মৃত মানিক চন্দ্র দাশ , সাং- নিউ গুলশান ৬নং ওয়ার্ড, বান্দরবান পৌরসভা, বান্দরবান।	
১১	জনাব তপন কুমার সেন, পিতা: সন্তোষ কুমার সেন, ০৬, ফুদকীপাড়া, পো: ঘোড়ামারা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা: রাজশাহী।	
১২	বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বপন কুমার রায় পিতা: তারাপদ রায়, গ্রাম + ডাকঘর: ঘুরকা, উপজেলা: রায়গঞ্জ, জেলা: সিরাজগঞ্জ।	
১৩	জনাব ববিতা রানী সরকার, পিতা: দীপেন্দ্রনাথ সরকার, মাতা: সিন্দু রাণী সরকার, গ্রাম: বিন্নাকুরী, উপজেলা: জলঢাকা, নীলফামারী।	
১৪	জনাব উদয় শঙ্কর চক্রবর্তী, পিতা: শ্রী চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, গ্রাম: হাটিরপাড়, সদর, কুড়িগ্রাম।	সদস্য
১৫	জনাব অশোক মাধব রায়, পিতা: ললিত বন্ধু রায়, হাসপাতাল সড়ক, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।	
১৬	ইঞ্জিনিয়ার পি. কে. চৌধুরী, পিতা: প্রভাত চন্দ্র চৌধুরী, মাতা: পুস্পরানী চৌধুরী, গ্রাম: জয়নগর (শোপানীঘাট), ডাকঘর+জেলা: সিলেট।	
১৭	জনাব নান্টু রায়, পিতা: কালীপদ রায়, মাতা: সুধারানী রায়, গ্রাম+ডাকঘর: কৈলাশগঞ্জ, থানা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	
১৮	অধ্যাপক নিমাই চন্দ্র রায়, পিতা: মৃত নগেন্দ্র নাথ রায়, ১২৯ হাজী ইসমাইল রোড, বানরগাতি,খুলনা।	
১৯	জনাব শ্যামল সরকার, পিতা: তারাপদ সরকার, গ্রাম: বালিয়া ডাঙ্গা, উপজেলা: কেশবপুর, জেলা: যশোর।	
২০	এডভোকেট শম্ভুনাথ রায়, পিতা: জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, দড়িউমাজুরি, চিতলমারী,বাগেরহাট।	
২১	বীর মুক্তিযোদ্ধা অনিল কুমার দাস, পিতা: রাজ বিহারী দাস, উপজেলা: বোরহানউদ্দিন, জেলা: ভোলা।	
২২	জনাব দোলা গুহ, পিতা: রবিন্দ্রনাথ গুহ, স্বান্তনা বেকারী, রাজারহাট, পিরোজপুর।	
২৩	জনাব অংকন কর্মকার, গ্রাম: উত্তর দারিয়াবাদ, পোস্ট+থানা: ইসলামপুর, জেলা: জামালপুর।	
২৪	ইঞ্জিনিয়ার রতন কুমার দত্ত, পিতা: মাধব দত্ত, মাতা: আরতী দত্ত, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ।	
২৫	জনাব উত্তম চক্রবর্তী রকেট, পিতা: সুমেশ চক্রবর্তী, ১৪/সি, কালীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ।	

২। ট্রাস্টি বোর্ড-এর মেয়াদকাল ২৩.০২.২০২৩ তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

৩। উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে সরকার কোনো মনোনীত ট্রাস্টিকে কোনরুপ কারণ দর্শানো বাতিরেকে তার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে। অনুরুপভাবে কোনো ট্রাস্টি ইচ্ছা করলে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস.এম. ফরিদ আহম্মেদ
সহকারী সচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ ফাল্গুন ১৪২৯/০১ মার্চ ২০২৩

নং ২৮.০০.০০০০.০২১.২৭.০০১.২২-১৬—যেহেতু জনাব মোঃ শাহজাহান, উপপরিচালক (ভূপদার্থ), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর গত ২৯/০৮/২০২২ তারিখ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)'র চলমান উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ড বিষয়ে অযাচিত তথ্যসহ মহাপরিচালক, জিএসবিকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে বিরূপ মন্তব্য শেয়ার করেন এবং তা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

২। যেহেতু, তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে জিএসবি'র চলমান উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ড বিষয়ে অযাচিত তথ্য শেয়ার করেছেন এবং এর ফলে উন্নয়ন কাজে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ জিএসবি ও জিএসবি'র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভাবমূর্তি ও সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। যার ফলে তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করেছেন; এবং

৩। যেহেতু, তার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর শামিল এবং শাস্তিযাগ্য অপরাধ: এবং

৪। যেহেতু, তাকে সরকারী কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিতে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ব্লুজুকৃত বিভাগীয় মামলা ১/২০২২ এর প্রেক্ষিতে গত ১৯-১২-২০২২ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক কারণ দর্শানোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়;এবং

৫। যেহেতু, তিনি অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্তির পর লিখিত জবাব প্রেরণ করেন এবং ব্যক্তিগত আর্জি পেশ করার ইচ্ছা পোষণ করেন; এবং

৬। যেহেতু, তিনি স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন, যা তার স্বাক্ষরসহ লিপিবদ্ধ করা হয়। তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনাক্রমে দেখা যায় যে , তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ড বিষয়ে অযাচিত বক্তব্য প্রচার করেছেন , যার প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

৭। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহজাহান, উপপরিচালক (ভূপদার্থ), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও ভবিষ্যতে আর এ ধরনের কর্মকান্ড করবেন না মর্মে জবানবন্দি প্রদান করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪ (২) (ক) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ : ২৬ বৈশাখ ১৪৩০/০৯ মে ২০২৩

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৫৬.১১(১)-১৮৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব কফিল উদ্দিন, জন্ম তারিখ: ০১-০২-১৯৯০ খ্রি., পিতা-আনোয়ার হোছন, মাতা-আনোয়ারা বেগম, গ্রাম-উত্তর সুরাজপুর, ওয়ার্ড নং-০৮, ডাকঘর-মানিকপুর, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ০৫ নং সুরাজপুর-মানিকপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৮৪.৭৫(১/১)-১৮৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব রুহুল কাদের, জন্ম তারিখ: ২২-০২-১৯৮২ খ্রি., পিতা-আবুল কাশেম, মাতা-শরীফা বেগম, গ্রাম-দাতিনাখালী পাড়া, ওয়ার্ড নং-০৫, ডাকঘর-বদরখালী, উপজেলা-চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ১৪ নং বদরখালী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/২৩ মে ২০২৩

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৫৪.১১.২০৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মাইন উদ্দীন, জন্ম তারিখ: ০৫-০১-১৯৮৬ খ্রি., পিতা-মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, মাতা-রোজিনা, হোল্ডিং নং-সি-৭০, জলকুড়ি তালতলা, ওয়ার্ড নং-০৯, ডাকঘর-জালকুড়ি, থানা-সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ০৯ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।